শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আলংকারিক বা রূপক ভাষার ব্যবহার

এইটি হোল অর্থ ব্যাখ্যার দু'টি পাঠের মধ্যে দ্বিতীয়টি। আপনি জেনেছেন যে আলংকারিক বা রূপক ভাষা অর্থাৎ কোন একটা জিনিষের মধ্যদিয়ে অন্য একটা জিনিষ ব্যাখ্যা করা। এই জন্য আলংকারিক বা রূপক ভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করতে বিশেষ যোগ্যতা দরকার। বাইবেলে সাধারণতঃ যে ভাবে আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এই পাঠে আপনি তা বুঝতে পারবেন।

বাইবেলের দৃষ্টান্ত, ভাববাণী, নিদর্শণ ও প্রতীক, এবং কবিতা ইত্যাদিতে যে আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, এই পাঠে সে বিষয় একটা সুন্দর ধারনা পাবেন। বাইবেলের একটা বিরাট অংশ এই চার ধরনে লেখা। আর এই অংশটির মূল্য ও যথেষ্ট। এই চার ধরনের লেখা ঠিক ভাবে বুঝতে পারলে এই অংশগুলি পড়তে আপনার ভয়ের কিছুই থাকবেনা।

পাঠের খসড়া

দৃষ্টান্ত
সংজ্ঞা
উদ্দেশ্য
যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে
দৃষ্টান্ত বুঝে নেওয়া
ভাববাণী (নবীদের বাণী),
সংজ্ঞা
অসুবিধা বা সমস্যাগুলি
নিদর্শন এবং প্রতীক
সংজ্ঞা
নিদর্শনের বৈশিষ্টগুলি
নিদর্শনের ব্যবহার
প্রতীক
কবিতা
প্রাপ্তিস্থান
হিব্রু কবিতার বৈশিষ্ট

পাঠের লক্ষগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* বাইবেলের দৃষ্টান্ত ও ভাববাণী (নবীদের বানী) বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

* বাইবেল ব্যবহৃত নিদর্শন, প্রতীক, এবং কবিতার বৈশিষ্টগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১) পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া, এবং লক্ষ্যগুলি পড়ুন।
২) যে মূল শব্দগুলির অর্থ আপনি জানেন না পরিভাষা দেখে সেগুলির অর্থ জেনে নিন।
৩) পাঠের বিস্তারিত বিবরন পড়ুন এবং পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।
৪) পাঠের শেষে পরীক্ষা নিন। আপনার উত্তরগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে সে বিষয় আবার পড়ুন।
৫) প্রথম খণ্ড (১-৪ নং পাঠ) আবার ভালকরে পড়ুন। তার পর প্রথম খণ্ডের ছাত্র-বিবরণী পূরণ করে শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল শব্দাবলী

রূপক
সংজ্ঞা
সাদৃশ্য
বৈশিষ্ট
দৃষ্টিকোন
প্রতীক (চিহ্ন)
নিদর্শন

পাঠের বিস্তারিত বিবরন ঃ

দৃষ্টান্ত

লক্ষ্য ১ ঃ-দৃষ্টান্ত বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় চারটি বিষয় চিনে নিতে পারা।

সংজ্ঞা

দৃষ্টান্ত হোল আমাদের চারপাশের প্রকৃতি জগত অথবা আমাদের জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী থেকে নেওয়া ছোট গল্প। এগুলি কোন একটা নৈতিক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা দেয়। প্রাচীনকালে শিক্ষকরা দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিতেন। যীশুও দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। প্রভুর শিক্ষায় আমরা দৃষ্টান্ত গুলির সবচেয়ে পূর্ণরূপ

দেখতে পাই। বাইবেলের অধিকাংশ দৃষ্টান্তই সুসমাচার গুলিতে পাওয়া যাবে। এদের কোনটি বড়, কোনটি বা ছোট। কত বড় হবে, সে বিষয়ে কোন ধরা-বাধা নিয়ম নেই।

দৃষ্টান্তর উদ্দেশ্য ঃ

যীশু দু'টি কারণে দৃষ্টান্ত গুলি ব্যবহার করেছেন ঃ

১। তাঁরশিষ্য ও অন্যান্য শ্রোতা, যারা, তাঁর কথা মেনে চলতে রাজী ছিল (দৃষ্টান্ত শুনে এই লোকেরা আসল সত্যটা সহজে বুঝতে পারত), তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

২। যারা তাঁর কথা মেনে চলতে রাজী ছিল না, তাদের কাছ থেকে আসল সত্যটাকে লুকানোর জন্য (অর্থাৎ তারা যেন সত্যটা বুঝতে না পারে সেই জন্য)।

যীশুর শিষ্যরা এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল। মথি ১৩ ঃ ১০ পদে তারা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, "আপনি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন কেন ?"

১। মথি ১৩ ঃ ১১-১৭ পদ পড়ুন। তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ

ক) ঈশ্বরের রাজ্যের (বা স্বর্গ-রাজ্যের) গোপন বিষয়গুলো কাদের জানতে দেওয়া হয়েছে ? .....

.....

খ) ১৩ পদে যীশু দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার কি কারণ বলেছেন ?

.....

.....

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে

প্রথমতঃ, দৃষ্টান্তগুলি সব সময় কোন একটা জাগতিক ঘটনার দ্বারা কোন বিষয় ব্যাখ্যা করে। হারানো সিকি, অন্ধকারের মধ্যে

আলোকে উজ্জল হয়ে জ্বলতে দেওয়া, কৃষক ও তার বীজ, ধনীলোক, গরীব লোক, ঘর তৈরীকরা, ইত্যাদি দৃষ্টান্তগুলি প্রায় সবার কাছেই সুপরিচিত। তাদের যদি শোনবার জন্য কান থাকে, তবে তারা বুঝতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ, দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে সব সময়ই একটা আত্মিক শিক্ষা থাকে। আর এই আত্মিক শিক্ষা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ, আত্মিক শিক্ষা এবং জাগতিক দৃষ্টান্তটির মধ্যে সব সময় কিছু না কিছু মিল থাকবে। চতুর্থতঃ, দৃষ্টান্ত এবং আত্মিক শিক্ষাটির সঠিক অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি মাত্র মূল সত্য থাকবে। দৃষ্টান্তের মধ্যে যে সব লোক, অন্যান্য জিনিস বা কাজ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সত্যিকারের পরিচয় থাকবে ও সেগুলি নেওয়া হবে। এবং তা নেওয়া হবে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সরল ঘটনার মধ্য থেকে। রূপক কাহিনীতে এই বিষয়গুলি বুঝা কঠিন কারণ এতে বিষয়গুলি সত্যিকার জীবন থেকে নেওয়া হয় না।

২। ডান পাশের উপযুক্ত শব্দ বা বাক্যাংশগুলি দিয়ে বা পাশের শূণ্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন।

...ক) দৃষ্টান্তগুলি.....ঘটনার দ্বারা কোন বিষয় ব্যাখ্যা করে।

...খ) দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে সবসময় একটা..... .....থাকে।

.. গ) প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত একটা মূল..... .....শিক্ষা দেয়।

...ঘ) আত্মিক শিক্ষা এবং জাগতিক দৃষ্টান্তের মধ্যে সব সময়.....থাকে।

১) সত্য
২) জাগতিক
৩) রূপক কাহিনী
৪) কিছুটা মিল
৫) আত্মিক সত্য

দৃষ্টান্তগুলি বুঝে নেওয়া ঃ

দৃষ্টান্তগুলি বুঝবার ব্যাপারে আমরা চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমতঃ সুসমাচারের দৃষ্টান্তগুলি খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্য

সম্পর্কিত। এই গুলি অধ্যয়নের সময় প্রথমে প্রশ্ন করতে হবে, "খ্রীষ্টের সাথে এই দৃষ্টান্তটির সম্পর্ক কি?" মথি ১৩ অধ্যায়ে শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্তটির কথা মনে করুন। এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যীশু বলেছেন, যে লোক ভাল বীজ বুনেছিলেন, তিনি সেই লোক অর্থাৎ মনুষ্যপুত্র (৩৭ পদ)। এই ভাবে নিজে প্রশ্ন করুন ঃ "এই গল্পে বা দৃষ্টান্তটিতে এমন কোন চরিত্র আছে কি, যা খ্রীষ্টের তুল্য?" খ্রীষ্ট, অথবা এই জগতে তাঁর কাজ সম্পর্কে এখানে কোন শিক্ষা আছে কি? "ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে এই গল্পটির সম্পর্ক কি?"

এই পৃথিবীর রাজ্যগুলি গড়ে ওঠে, আবার ধ্বংস হয়। আপনি বলতে পারেন "এমনটি তো হচ্ছেই"। মানে পৃথিবীতে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আবার ধ্বংস হয়ে গেছে। যারা নূতন জন্ম পেয়েছে তাদের জীবনে ঈশ্বরের রাজ্য এসেছে। এই রাজ্য শেষ হয়না। কারণ নূতন জন্ম প্রাপ্ত মানুষ জগতে সব সময়ই থাকছে ও আরও বাড়ছে। প্রভু যখন ফিরে আসবেন তখন এই রাজ্য পূর্ণরূপ নিয়ে আসবে। তাই আপনি যখন কোন দৃষ্টান্ত পড়েন তখন এই দরকারি প্রশ্নগুলির উত্তর আপনাকে জানতে হবে "খ্রীষ্টের সাথে বা ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে এই দৃষ্টান্তের সম্পর্ক কি?"

৩। লূক ১৫ ঃ ১-৭ পদ পড়ুন। এখানে হারান মেষের গল্প বলা হয়েছে। পড়া হলে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) খ্রীষ্টের সাথে এই গল্পটির সম্পর্ক কি?

.....

.....

খ) ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে এই গল্পটির সম্পর্ক কি?

.....

.....

দ্বিতীয়তঃ, যে যুগে এবং যে জায়গায় দৃষ্টান্তটির জন্ম হয়েছে, তার আলোতেই ঐটি বিচার করতে হবে। বাইবেলের যুগের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে বই পত্র পড়াশুনা করলে, এই কাজটি ভালভাবে করা যায়। যেমন হারানো সিকির গল্পটির কথা ধরুন। ঐ যুগে ঐ দেশের মহিলাদের ধন-সম্পত্তি ছিল খুবই কম। এই বিষয়টি জেনে নিলে আমরা গল্পটি আরও ভালভাবে বুঝতে পারি।

তারা নিজ নিজ টাকা-পয়সা এক রকম গহনার মত তাদের দেহে পরতো। ভবিষ্যতে কোন দুঃখ-কষ্ট এসে যেন অসুবিধা না হয়, এই জন্যই তারা এইরূপ করত। এই রকম কোন একটা সিকি হারিয়ে গেলে, তখনকার দিনে, একজন স্ত্রীলোক খুবই চিন্তিত হোত। বর্তমান যুগে একজন গরীব স্ত্রীলোকের কয়েকটি টাকার মধ্যে একটা হারিয়ে গেলেও তেমন চিন্তা হয়না। তাই বই পড়ে যতদুর সম্ভব জানুন। অন্যান্য বই থাকুক বা না থাকুক, বাইবেল পড়ুন। যত বেশী পড়বেন ততই ভাল। পুরাতন নিয়মের যাত্রা পুস্তক এবং লেবীয় পুস্তকে আপনি এমন অনেক খবর পাবেন, যা আপনাকে নূতন নিয়মের সময়ের সমাজিক প্রথা, উৎসব, বিশ্রামবার এবং বাইবেলের যুগে লোকদের জীবনের অন্যান্য দিকগুলি বুঝতে সাহায্য করবে।

তৃতীয়তঃ, যীশু নিজে দৃষ্টান্তর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা দেখুন। দৃষ্টান্ত বলবার সংগে সংগে অথবা একটু পরেই তিনি ঐটি ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন লূক ১৫ঃ৭ পদে যীশু হারানো ভেড়ার গল্পটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "ঠিক সেই ভাবে....." এই বলে তিনি

আরম্ভ করেছেন। লূক ১৫ঃ১০ পদে হারানো টাকার বেলায়ও একই কথা বলে তিনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। বীজ বাপকের বা চাষীর (লূক ৮ঃ৪-৯ পদ) দৃষ্টান্তটি যীশু কেবল তার শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। শিষ্যরা যখন একা ছিল তখন তিনি এটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। এখানে এই গল্পের আগের পদটি (লূক ৮ঃ৪ পদ) যীশুর ব্যাখ্যা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

৪। লূক ১৫ঃ২-৩ পদ আবার পড়ুন। কিসের জন্য যীশু হারানো জিনিষের দৃষ্টান্তগুলি বলেছিলেন?

.....

.....

চতুর্থতঃ, আপনি দৃষ্টান্তটির মধ্যে যে শিক্ষা আছে বলে মনে করেন, বাইবেলের পূর্বাপর বিষয়ের সাথে তা মিলিয়ে দেখুন। প্রথমে, যে অধ্যায়ে দৃষ্টান্তটি আছে তার সাথে, তারপর, যে বইয়ের মধ্যে ঐটি আছে তার সাথে মিলিয়ে দেখুন। পুরাতন নিয়মের সাথে এর এমন কোন যোগাযোগ আছে কিনা, যা ঐ দৃষ্টান্তটি বুঝতে সাহায্য করে, তাও দেখুন। মথি, মার্ক এবং লূক এই তিনটি সুসমাচারকে সিনপ্টিক বা সমধর্মি সুসমাচার বলে। কারণ এগুলিতে প্রভু যীশুর পার্থিব জীবনের একই বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এগুলি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে লেখা। যদি একই দৃষ্টান্ত অন্যান্য সুসমাচারেও থাকে তবে, সেগুলি তুলনা করুন। আপনি হয়তো কোন একটি বিবরনের মধ্যে অন্যটির চেয়ে বেশী খবর পাবেন। দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে আপনি মতবাদ খুঁজে পাবেন, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য মতবাদটিকে অবশ্যই অন্যান্য শাস্ত্রাংশের সাথে তুলনা করবেন।

ভাববাণী ঃ

লক্ষ্য-২ ঃ দুই প্রকার ভাববাণীর নাম বলতে পারা।

লক্ষ্য-৩ ঃ যে ভাববাণী ভবিষ্যতের কথা বলে সেগুলি বুঝা কঠিন কেন, তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

সংজ্ঞা ঃ

ভাববানী হোল পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর উদ্দেশ্যর কথা বলা। কখনো কখনো বাইবেলের নবীরা ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তার "পূর্বাভাষ" দিয়েছেন। অর্থাৎ আগে থেকে সে বিষয়ের আভাষ দিয়েছেন বা বলেছেন। আবার কখনো-বা বর্তমানের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা 'সরাসরি বলেছেন'। বর্তমানে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তা জানবার চেয়ে মানুষ বরং ভবিষ্যতে কি হবে তাই জানতে চায়। কিন্তু এই দুই প্রকার ভাববানীই প্রয়োজনীয় ছিল।

অসুবিধা বা সমস্যাগুলি ঃ

বাইবেলের অন্যান্য অংশগুলির মত ভাববাণীগুলিও কি সব সময় আক্ষরিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? যীশুর পর্বতে দেওয়া উপদেশ (মথি ৫-৭ অধ্যায়) আপনি যে ভাবে বুঝতে পারেন, যিশাইয় নবীর বইটিও কি সেই একই ভাবে বুঝতে পারেন? না। যিশাইয় নবীর (ভাববাদীর) বইটি বুঝা বেশ কঠিন হবে। আপনি হয়তো 'হ্যাঁ' উত্তর চেয়েছিলেন, কারন বাইবেল বুঝবার সাধারন নিয়মটি হোল শব্দগুলির আক্ষরিক বা সাধারন অর্থ ব্যবহার করা। বাইবেলের যে অংশগুলি বর্তমানে মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা "সরাসরি ভাবে বলে" আপনার শেখা নীতিগুলির সাহায্যে সেগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু যে ভাববাণীগুলি ভবিষ্যতের কথা বলে সেগুলি বুঝা বেশ কঠিন। এর মধ্যে অনেক বেশী আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই রূপক ভাষা গুলি বুঝবার জন্য অনেক বেশী পড়াশুনা করতে হবে। (এর পরের অংশে এবিষয়ে আরো বলা হয়েছে।) ভাববাণী কোথায়, কখন এবং কোন অবস্থার মধ্যে বলা হয়েছিল, তা জানবার জন্য আপনাকে অনেক বেশী পড়াশুনা করতে হবে।

যে ভাববানীগুলি পূর্ণ হয়েছে, এবং বাইবেলের মধ্যেই যার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সহজে বুঝা যায়। এর একটি দৃষ্টান্ত হোল পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতরের বক্তৃতা (প্রেরিত ২ ঃ ২৫-৩৩ পদ)। পিতর গীতসংহিতার একটি ভাববাণীর কথা (গীত ১৬ ঃ ৮-১১ পদ) বলেছিলেন, তারপর পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন

যে, যীশু খ্রীষ্টের মধ্যেই ঐ ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে। নীচে এর আর একটি দৃষ্টান্ত পাবেন।

৫। প্রেরিত ৮ ঃ ২৬-৩৬ পদ পড়ুন। যিশাইয় ৫৩ ঃ ৭-৮ পদও পড়ুন। তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) প্রেরিত ৮ ঃ ২৭-২৮ পদে যিশাইয় বইটি কে পড়ছিলেন ?

.....

.....

খ) প্রেরিত ৮ ঃ ৩৪ পদে ইথিয়পীয় লোকটি কি জানতে চেয়েছেন ?...

.....

গ) প্রেরিত ৮ ঃ ৩৫ পদে ফিলিপ পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে তার কাছে এই ভাববাণী ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই ভাববাণী কার বিষয়ে বলা হয়েছিল ?

.....

কিন্তু যে ভাববাণীগুলি বাইবেলে ব্যাখ্যা করা হয়নি, সেগুলির অবস্থা আলাদা। এ ধরনের অনেক ভাববণীই বাইবেলে আছে। এগুলির অর্থ করা খুবই কঠিন। এদের বিষয়ে এক এক জন এক এক রকম কথা বলেন। এর কয়েকটি কারণ হয়তো আছে, কিন্তু আমরা এখানে মাত্র তিনটি কারণ নিয়ে আলোচনা করব।

(১) নবীরা প্রায়ই দর্শন পেতেন। এই দর্শন তাদের কাছে ভবিষ্যতের ঘটনা প্রকাশ করত। অর্থাৎ তারা তাদের মনে ঐ ঘটনাগুলির একটা ছবি দেখতে পেতেন। তারা যা দেখেছিলেন তাই লিখেছেন। কিন্তু আপনি যা দেখেন, তা অন্য একজনের কাছে ব্যাখ্যা করে বলা কঠিন। একটা কুকুর দেখতে কেমন একজন অন্ধ লোকের কাছে কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন, ভাবুন। আপনি ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন, কিন্তু সে তার মনে যে ছবিটি পাবে, তা হয়তো আপনার দেখা কুকুর থেকে আলাদা। নবীদের দর্শনের বেলায়ও একই কথা। প্রকাশিত বাক্য বইটি এর উদাহরণ। যোহন যে দর্শন

পেয়েছিলেন, তারই বিবরন তিনি লিখে রেখেছেন। কিন্তু তিনি যে সব জিনিষ দেখেছিলেন, আমাদের পক্ষে তাদের একেবারে সঠিক রূপ চিন্তা করা কঠিন। আমরা বইটি থেকে কেবল এর মূল বিষয়টি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারনা পেতে পারি। প্রভু ঈশ্বর জগতে তার চূড়ান্ত কাজ শুরু করেছেন, যার ফলে, দুষ্টরা তাদের অনন্ত দণ্ড ভোগ করবে, ধার্মিকরা স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হবে ও যীশুর স্থান হবে সবার উপরে অর্থাৎ তিনি হবেন রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু। কিন্তু বইটির অন্যান্য বিষয় বা ছোট ছোট বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রকার মত আছে।

(২) বাইবেলের ভাববাণী গুলি ভালভাবে বুঝবার জন্য অনেক বছর যাবৎ বিশেষ অধ্যয়নের প্রয়োজন। পুরাতন নিয়মের শেষের সতেরটি বই (যেগুলি ভাববাণী বই) ছাড়াও গীতসংহিতা, প্রকাশিত বাক্য এবং অন্যান্য আরও অনেক বইয়ের মধ্যে ভাববাণী ছড়িয়ে আছে।

(৩) সময়ের ব্যাপারটা বুঝা যায় না। ঘটনাগুলি পর পর সাজিয়ে নেওয়া হতে পারে কিন্তু ভবিষ্যৎ বাণীগুলি কখন পূর্ণ হবে বা একটা ঘটনার পর আর একটি ঘটনার মধ্যে কতটুকু সময় থাকবে এগুলি মোটেই স্পষ্ট নয়। কোন কোন ভাববাণী নিকট ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত, আবার অন্যগুলি দূর ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত (অর্থাৎ যেগুলি অল্প দিনের মধ্যে পূর্ণ হবার ও যেগুলি বহুদিন পর পূর্ণ হবার)। এই দুই ধরনের ভাববাণীকে এমনভাবে যুক্তকরা হয়েছে, যার ফলে তাদের একই ভবিষ্যতবাণী বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে তারা এক নয়। নীচে এই রকম একটা শাস্ত্রাংশের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যীশু নিজেই এর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, তাই এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

যীশু যখন নাসরতের সমাজ ঘরে শাস্ত্র পাঠ করলেন (লূক ৪ ঃ ১৬-২১ পদ), তখন তিনি যিশাইয় ৬১ ঃ ১-২ পদ পড়েছিলেন। তিনি পড়াশেষ করে বইখানি গুটিয়ে কর্মচারীর হাতে দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি লোকদের বললেন, "পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা আজ আপনারা শুনবার সংগে সংগেই তা পূর্ণ হল।" (২১ পদ) কিন্তু যীশু সবটা

পড়েন নি। তিনি একটা বাক্যের মাঝখানে এসে থেমে গিয়েছিলেন। যে অংশটি তিনি বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন, তা বিচার সম্পর্কে, প্রভুর দ্বারা তাঁর লোকদের শত্রুদের পরাজিত করবার বিষয়ে। তারা শোনবার সাথে সাথেই প্রথম অংশ পূর্ণ হয়েছিল। ঐ বাক্যের শেষের অর্ধেক এখনও পূর্ণ হয়নি। যিশাইয় ৬১ ঃ ২ পদ পড়বার সময় কোন মানুষই অনুমান করতে পারত না যে, এই ভাববাণীর প্রথম অংশটি পূর্ণ হওয়ার দুই হাজার বছর পরেও শেষের অংশটি পূর্ণ হবে না। তাই ভাববাণী সম্বন্ধে জোর দিয়ে কোন কিছু বলা ঠিক নয়। আমরা অনেক কিছুই জানিনা।

৬। নীচের যে কথাগুলি ঠিক সেগুলির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন। যে ভাববাণী ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা বলে সেগুলি বুঝা সবচেয়ে কঠিন, কারণ—

ক) তা রূপকভাবে বলা হয়।

খ) এর মধ্যে অন্য প্রকার ভাববাণীর চেয়ে বেশী আলংকারিক বা রূপক ভাষা থাকে।

গ) ভাববাদীরা প্রায়ই দর্শনের দ্বারা এই ভাববাণীগুলি লাভ করতেন। এগুলি অন্যদের বুঝিয়ে বলা কঠিন ছিল।

ঘ) এর সাথে তুলনা করা যায় এমন ভাববাণী বাইবেলে খুব কম আছে।

ঙ) ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি কখন ঘটবে তা ঠিকমত বুঝা কঠিন।

৭। ১ পিতর ১ ঃ ১০-১১ পদ পড়ুন। ১১ পদ লক্ষ্য করুন। কার আত্মা নবীদের (ভাববাদীদের) অন্তরে থেকে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ? ...

.....

এই পদে ভাববাণীর সঠিক দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। যীশুই সমস্ত ভাববাণীর কেন্দ্র। প্রকাশিত বাক্য বইটির একদম শেষ অধ্যায়ে (২২ ঃ ৬-১০ পদ) দেখানো হয়েছে যে, সমস্ত ভাববাণীর আড়ালে রয়েছেন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট। ভাববাণীগুলির মধ্য দিয়ে প্রভু যীশুর আত্মা আমাদের সাহায্য দান করছেন। তিনি এইরূপ করছেন যেন,

আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা এমন একটা কর্মসূচীর মধ্যে আছি যা ভবিষ্যতের দিকে চলেছে। এই কার্যসূচী যখন শেষ হবে, তখন তা আমাদের এক গৌরবময় অনন্ত জীবনে পৌছে দেবে। ভাববাণীর অর্থ করা কঠিন কাজ হলেও তা বিশ্বাসীকে যেমন উৎসাহ দেয় তেমনি তার বিশ্বাসকেও শক্তিশালী করে তোলে। আপনি যীশু খ্রীষ্টের এমন একটা কর্মসূচীর মধ্যে আছেন, যার কাজ সামনে এগিয়ে চলছে। এই বিষয়টি মনে রেখেই সমস্ত ভাববাণীগুলি আমাদের বুঝে নিতে হবে।

নিদর্শন এবং প্রতীক ঃ

লক্ষ্য-৪ ঃ বাইবেলে নিদর্শন এবং প্রতীকগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝিয়ে বলতে পারা।

লক্ষ্য-৫ ঃ নিদর্শনগুলির তিনটি বৈশিষ্ট বলতে পারা।

সংজ্ঞা ঃ

বাইবেল নিদর্শন হোল, পুরাতন নিয়মের কোন ব্যক্তি বা জিনিষ, যা নূতন নিয়মের অন্য এক ব্যক্তি বা জিনিষকে ইংগিত করে। প্রতীক হোল এমন কোন জিনিষ, যা অন্য কোন জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে। নিদর্শনে যেমন সময় ইত্যাদি বিচার করা হয় প্রতীকে তেমন করা হয়না। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রতীকের সাথে সময়ের যোগ থাকে, আবার কোন একটা নিদর্শনকে মাঝে মাঝে প্রতীক হিসাবেও বলা হয়ে থাকে।

আসলে শিক্ষা দেবার জন্যই ঈশ্বর এই নিদর্শনগুলি ব্যবহার করেছেন। তিনি পুরাতন নিয়মে এই নিদর্শনগুলি চালু করেছিলেন। এগুলি ছিল ভাববাণীর মত যা নূতন নিয়মের সময়ে পূর্ণ হবে। পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ নিদর্শন, ইস্রায়েল সন্তানদের উপাসনা তাম্বু ও তাদের মরু এলাকায় (প্রান্তরে) ভ্রমনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মের প্রধান নিদর্শনগুলির কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ইব্রীয় বইটিতে। ৯ এবং ১০ অধ্যায়ে ইব্রীয় বইয়ের লেখক উপাসনা তাম্বুর অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর লেখক বলেছেন, "এতে পবিত্র আত্মা দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, যতদিন এই উপাসনা তাম্বুটা থাকবে ততদিন সেই মহাপবিত্র স্থানে ঢুকবার পথ

খোলা থাকবে না। বর্তমান কালের জন্য এটা একটা চিহ্ন-" (ইব্রীয় ৯ ঃ ৮-৯ পদ)। এরপরে লেখক দেখিয়েছেন যে খ্রীষ্টই হলেন নিখুঁত উৎসর্গ, পশুবলি উৎসর্গ ছিল এর একটা নিদর্শন মাত্র।

নিদর্শনের বৈশিষ্টগুলি ঃ

বাইবেলের কোন একটা নিদর্শনের তিনটি বৈশিষ্ট আছে ঃ

(১) নিদর্শনটি যে জিনিষের ইংগিত করে, তার সাথে এর মিল থাকতে হবে। যেমন পশুবলি উৎস্বর্গ প্রভু যীশুর রক্তের প্রতি ইংগিত করেছিল। যীশু খ্রীষ্ট যে মানুষের পাপের জন্য মরবেন, পশুবলি উৎসর্গ ছিল তার একটি "নিদর্শন"। (২) বাইবেলে অবশ্যই নিদর্শনটির স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট ইংগিত থাকবে। ইব্রীয় ৩ ঃ ৭-৪ ঃ ১১ পদে একটি নিদর্শনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। মোশি এবং যিহোশূয়ের সময়ে ঈশ্বরের লোকদের যে বিশ্রামের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল খ্রীষ্টে আমাদের বিশ্রামের একটি নিদর্শন। আসলে বিশ্রামের অনেক নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। অবাধ্য ইস্রায়েলীয়রা বিশ্রামে ঢুকতে পারেনি (৩ ঃ ১০-১১ পদ)। তেমনি কোন লোকের অন্তরে যদি মন্দতা এবং অবিশ্বাস থাকে তবে সে ঈশ্বরের বিশ্রামে ঢুকতে পারে না। ইব্রীয় ৮ ও ৯ অধ্যায়ে এমন কতগুলি নিদর্শন আছে, যেগুলি অস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। পুরাতন নিয়মের উপাসনা তাম্বুর বিশেষ অর্থ আছে বলে এখানে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ইব্রীয় বইটির লেখক সমস্ত অর্থ বলেন নি, তিনি যা বলেছেন, তা থেকে আমাদের মনে হয় উপাসনা তাম্বুর অন্যান্য জিনিষ পত্রের মধ্যেও নিদর্শন আছে। (৩) নিদর্শনগুলি যে জিনিষ বা যে ব্যক্তির ইংগিত করে, তাদের সাথে এগুলির সব রকম মিল দেখানো যায় না। যেমন পুরাতন নিয়মের কয়েক জন লোককে খ্রীষ্টের নিদর্শনরূপে ধরা হয়েছে। মোশি এদের একজন। কিন্তু তিনি অথবা অন্য কেউই সব দিক দিয়ে খ্রীষ্টের মত ছিলেন না।

৮। ইব্রীয় ৩ ঃ ১-৬ পদ পড়ুন। তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) মোশি তার কোন্ গুনটির জন্য খ্রীষ্টের নিদর্শন হতে পেরেছেন (৩ ঃ ২ পদ) ?

....

খ) ইব্রীয় ৩ ঃ ৩-৬ পদের এমন দুটি জিনিষ ব্যাখ্যা করুন, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, মোশি সব দিক দিয়ে খ্রীষ্টের মত ছিলেন না।

.....

৯। নীচের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন।

ক) পুরাতন নিয়মে যে ব্যক্তি বা জিনিষ নূতন নিয়মের অন্য এক ব্যক্তি বা জিনিষের ইংগিত করে, তাকে সাধারণতঃ ....বলা হয়।

খ) কোন জিনিষ, যা অন্য জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয় এবং যার মধ্যে কোন সময়ের ব্যাপার নাই তাকে ....বলা হয়।

গ) .....আসলে এরকম ভাববাণী। ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনার আগামী ঘটনাগুলির বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য এগুলি ব্যবহার করেছেন।

১০। নিদর্শনের তিনটি বৈশিষ্ট সংক্ষেপে আপনার নোট খাতায় লিখুন।

নিদর্শনের ব্যবহার ঃ

ঈশ্বর বিভিন্ন ধরনের বিষয়কে নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়ে আরো পড়লে আপনি দেখতে পাবেন, লোকদের নিদর্শন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থান, যেমন, প্রতিশ্রুতির দেশ ইত্যাদিকেও মাঝে মাঝে নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সৃষ্টি থেকে শুরু করে প্রাচীন ইস্রায়েল জাতির বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের অনেক ঘটনাকে নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কর্তব্য কাজকেও নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে মহাযাজকের কাজ যীশু খ্রীষ্টের নিদর্শন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাযাজক।

লেবীয়দের দ্বারা অতি সতর্কতার সাথে নিয়ম সিন্দুক বহন, হাত দিয়ে তা ছোঁয়া মানে মৃত্যু, প্রভৃতি বিষয়গুলি ঈশ্বরকে সম্মান দেখাতে শিখিয়েছে (২ শমূয়েল ৬ ঃ ৬-৭ পদ)। বস্তু সামগ্রী, যেমন উপাসনা তাম্বু এবং এর জিনিষপত্র নিদর্শন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই পাঠ্য বিষয়ের জন্য বাইবেলের কয়েকটি ছোট বই বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলি ব্যবহার করে আপনি অধ্যয়নের নীতিগুলি শিখতে পারবেন। পরে এই নীতিগুলির সাহায্যে বাইবেলের অন্য যে-কোন বই অধ্যয়ন করতে পারবেন। বাইবেল অধ্যয়নে দক্ষ হয়ে উঠলে, আপনি অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে এর বড় বড় বইগুলিও হয়তো পড়তে চাইবেন। পুরাতন নিয়মের যে বইগুলিতে নিদর্শন এবং প্রতীক সব চেয়ে বেশী সেগুলি হোল, মোশির পঞ্চ পুস্তক, অর্থাৎ আদি থেকে দ্বিতীয় বিবরণ পর্যন্ত।

উদ্ধার বা নিস্তার পর্বের ভোজকে একটি নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয়েছে। যীশু নিজেই এর তাৎপর্যের সম্পর্কে বলেছেন (লুক ২২ ঃ ১৪-১৬ পদ)। এই জন্য নিস্তার পর্বের ঘটনার মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের বিষয় আমরা আশা করতে পারি।

১১। নিস্তার পর্বের মধ্যে নিদর্শনের একটি অর্থ বুঝবার জন্য নীচের শাস্ত্রাংশ গুলি পড়ুন।

ক) যাত্রা ১২ ঃ ১৫ পদ। এখানে কোন বস্তুকে ঘর থেক দুর করতে এবং খাদ্যের সাথে তা ব্যবহার না করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে?

.....

খ) মথি ১৬ ঃ ৫-১২ পদ। এখানে উপরের বস্তুটিকে কিসের নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয়েছে?

.....

গ) মথি ১৬ ঃ ৫-১২ পদে কে এই বস্তুটিকে নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করেছেন?

.....

১২। নিস্তার পর্বের আর একটি নিদর্শনের অর্থ জানবার জন্য নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পড়ুন।

ক) যাত্রা ১২ ঃ ২২ পদ। কোন্ বস্তু দরজার কপালীতে ও দুই বাজুতে লাগিয়ে দিতে বলা হয়েছিল?

খ) ইব্রীয় ১১ ঃ ২৮ পদ। কিসের বলে মোশি এই বস্তুটিকে দরজায় লাগিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন?

....

গ) ইব্রীয় ৯ ঃ ১৯-২২ পদ। এই অংশটি যাত্রা ১২ ঃ ২২ পদের সাথে তুলনা করুন। ছিটান রক্ত ইস্রায়েলীয়দের কোন্ অনুষ্ঠানের নিদর্শন বলে মনে হয়, যা অতি অল্প দিনের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছিল?

.....

.....

ঘ) ইব্রীয় ৯ ঃ ১২ পদকে যাত্রা ১২ ঃ ২২ পদ এবং ইব্রীয় ৯ ঃ ১৯-২২ পদের সংগে তুলনা করুন। পুরাতন নিয়মে রক্তের এই দুই প্রকার ব্যবহার কিসের নিদর্শন হিসাবে কাজ করেছে?

.....

প্রতীক ঃ

এই অংশের শুরুতে প্রতীক সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটা এমন একটা জিনিষ যা অন্য কোন জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে বা তাকে প্রকাশ করেছে। প্রতীক নিদর্শন থেকে ভিন্ন, কারণ যে জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে, এটি তাকে ভাববাণী আকারে আগে থেকে প্রকাশ অথবা ইংগিত করেনা। এটি কেবল ঐ জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয়। আপনাকে প্রতীক ও নিদর্শনের অর্থ ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। মনে রাখবেন বাইবেলই এদের অর্থ ব্যাখ্যা করে দেয়। আপনার মনের চিন্তা যদি আপনার বিচার বিবেচনাকে ভুল পথে নিয়ে যায় তাহলেই বিপদ।

কখনো কখনো বাইবেলের প্রতীকগুলির একটিরও বেশী অর্থ থাকতে পারে। যেমন যীশুকে বলা হয়েছে "যিহুদা বংশের সিংহ" (প্রকাশিত ৫ ঃ ৫ পদ), "কিন্তু গর্জনকারী সিংহ যে কাকে খেয়ে ফেলবে তার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে" (১ পিতর ৫ ঃ ৮ পদ। প্রতীকটি দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। সিংহের যে দিকটি প্রভু যীশুকে দেখায়, তা হোল, পশুটির শক্তিশালী ও রাজকীয় স্বভাব। যীশুকে ঈশ্বরের হত মেষ শিশু রূপেও দেখানো হয়েছে। মেষ শিশুকে এক জন নতুন খ্রীষ্টিয়ান রূপেও দেখানো হয়েছে। ডুমুর গাছ এবং লবণ ঈশ্বরের লোকদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহাত হয়েছে। ফসল সংগ্রহ, বিবাহ এবং দ্রাক্ষারস, যুগ শেষের চিহ্নরূপে ব্যবহাত হয়েছে। প্রতীক-গুলি নূতন নিয়মে ও পুরাতন নিয়মেও পাওয়া যাবে।

১৩। মথি ২৬ ঃ ২৬-২৯ পদ পড়ুন। প্রভুর ভোজে ব্যবহাত প্রতীকগুলি প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছেই সুপরিচিত।

ক) রুটি কিসের প্রতীক ?.....

খ) দ্রাক্ষারস কিসের প্রতীক ? ....

১৪। মথি ৯ ঃ ৩৫-৩৮ পদ পড়ুন। এখানে যে প্রতীকগুলি আছে, আপনার নোট খাতায় সেগুলি লিখুন। এগুলি কিসের প্রতীক তাও লিখুন। (বাইবেলে যেভাবে সাজানো আছে সেই ভাবে পর পর লিখুন।)

কবিতা ঃ

লক্ষ্য-৬ ঃ হিব্রু কবিতার তিন প্রকার সাদৃশ্য বর্ণনা করা, এবং বাইবেল থেকে এদের উদাহরণ দেখান।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আদিপুস্তক থেকে শুরু করে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত সমগ্র বাইবেলেই কবিতা রয়েছে। যাত্রা ১৫ অধ্যায়ে মোশি ও মরিয়মের সুন্দর গান আছে। লুক ১ অধ্যায়ে আমরা মরিয়মের প্রশংসা গীত এবং কবিতার আকারে সখরিয়ের ভাববাণী পাই। বাইবেল অধ্যয়ন করবার সময়

আপনি অনেক হিব্রু কবিতা পাবেন। গীতসংহিতা হোল ইস্রয়েল জাতির গানের বই ঃ এই গীতিধর্মী কবিতাগুলি গানের মত গাওয়া হোত।

হিব্রু কবিতার বৈশিষ্ট ঃ

হিব্রু কবিতায় ছন্দের মিল নেই। লাইনগুলি কতটুকু লম্বা তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে কবিতাগুলি লেখা। লেখক তার কবিতার প্রত্যেকটি লাইন নিজের ইচ্ছামত বড় ছোট, যেমন খুশী তেমন, করে লিখতে পারেন।

হিব্রু কবিতার লিখন পদ্ধতির একটা বড় বিষয় হোল এর সাদৃশ্য। সাদৃশ্য মানে মিল। এখানে এই শব্দটির দ্বারা হিব্রু কবিতার প্রতি দু'লাইনের বা প্রতি দুই পদের মধ্যকার মিলের বিষয় বুঝানো হয়েছে। হিব্রু কবিতায় তিন ধরনের সাদৃশ্য আছে। আমি প্রত্যেক ধরনের সাদৃশ্যের নাম ও ব্যাখ্যা আপনাকে বলে দিচ্ছি। নামগুলি মনে রাখা তেমন দরকারী নয়, তবে কি কি প্রকার সাদৃশ্য ব্যবহৃত হয়েছে, তা লক্ষ্য করা ভাল। বাইবেল পড়বার সময় আপনি যখন এই সাদৃশ্য-গুলি পাবেন, তখন বুঝতে পারবেন যে, এগুলি হটাৎ করে হয়নি, লেখক বিশেষ পরিকল্পনা করেই এগুলি তার কবিতায় ব্যবহার করে-ছেন। তিন ধরণের সাদৃশ্য হোল সমার্থক, বিপরীতার্থক, এবং সংযোগার্থক।

সমার্থক সাদৃশ্য মানে, কবিতাটির প্রথম লাইনের যে সত্য বা যে বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে, দ্বিতীয় লাইনে একই ধরনের শব্দ দ্বারা সেই একই সত্য বা একই বিষয় প্রকাশ করা হয়। গীত ২৪ ঃ ১ পদে আপনি এর উদাহরণ পাবেন।

পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই ;
জগৎ ও তন্নিবাসিগণ তাঁহার।

বিপরীতার্থক সাদৃশ্য মানে, তুলনা করে পার্থক্য দেখানো। প্রথম লাইনে যা বলা হয়, দ্বিতীয় লাইনে সেই বিষয়ের তুলনা করে এর পার্থক্য দেখানো হয়। গীত ১ ঃ ৬ পদ এর একটি উদাহরণ।

কারণ সদাপ্রভু ধার্মিকগণের পথ জানেন,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে।

সংযোগার্থক সাদৃশ্য আরো কিছু যোগ করার দ্বারা তৈরী হয়। দ্বিতীয় লাইনটি প্রথম লাইনের সাথে আরোকিছু যোগ করে। গীত ১৯ ঃ ৭ পদে এই সাদৃশ্য দেখা যাবে।

সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ
প্রাণের স্বাস্থ্যজনক।

১৫। বা পাশের বর্ণনাগুলি কোন প্রকার সাদৃশ্যের (ডান পাশে) বিষয় বলে, দেখান।

…ক) দ্বিতীয় লাইনটি প্রথম লাইনের সাথে নতুন কিছু যোগ করার দ্বারা তৈরী হয়।
…খ) দ্বিতীয় লাইনের ভাবটি প্রথম লাইনের ভাবটির সাথে তুলনা করে পার্থক্য দেখায়।
…গ) দ্বিতীয় লাইনটি প্রথম লাইনের একই বিষয় আবার বলে।

১। বিপরীতার্থক
২। সমার্থক
৩। সংযোগার্থক

১৬। নীচের, গীতসংহিতার, পদগুলিতে কি প্রকার সাদৃশ্য আছে তা বলতে পারেন কিনা দেখুন। বা পাশের প্রত্যেকটি পদের সাথে ডান পাশের উপযুক্ত বর্ণনার মিল দেখান।

…ক) গীত ১৯ ঃ ১ পদ
.. খ) গীত ১৯ ঃ ৬ পদ
.. গ) গীত ৩০ ঃ ৫ পদ

১। নূতন কিছু যোগ করে।
২। তুলনা করে পার্থক্য দেখায়
৩। একই বিষয় আবার বলে।

১৭। হিব্রু কবিতার বৈশিষ্ট হোল ঃ

…ক) ছন্দের মিল।
.. খ) লাইনগুলি লম্বায় সমান রাখা।
…গ) একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে এগুলি লেখা।

হিব্রু কবিতায় চিন্তা, অনুভূতি এবং ভাবাবেগই সবচেয়ে বড়। এই কবিতা উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ "আমি" দিয়ে লেখা। লেখক নিজের অভিজ্ঞতাই এতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সত্যিকার ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে আলংকারিক বা রূপক ভাষায় এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন, যা পাঠকের মনে এক জীবন্ত ছবি ফুটিয়ে তোলে।

পরীক্ষা-৪

১। বা পাশে বাইবেলের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আছে এবং ডান পাশে এদের উত্তর দেওয়া হয়েছে। কোনটি কোন প্রশ্নের উত্তর তা দেখান।

ক) শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তে সাধারণত কি ধরনের উপমা ব্যবহার করা হয়? — ১। একটি

খ) প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তে কয়টি মূল বা প্রধান সত্য থাকে? — ২। আত্মিক

গ) দৃষ্টান্তগুলি কি ধরনের শিক্ষা দিতে চায়? — ৩। জাগতিক বা পার্থিব

৪। তিনটি

২। নবীরা (ভাববাদীরা) যা বলেছেন তার মধ্যে আছে-

ক) ভবিষ্যতে কি ঘটনা ঘটবে, কেবল তাই।

খ) ভবিষ্যত ও বর্তমানের বিষয়।

গ) বর্তমানে যা প্রয়োজন কেবল সেই বিষয়।

ঘ) ভবিষ্যত ঘটনার সঠিক সময়-তারিখ।

৩। নীচের কোন উক্তিটি সত্য নয়?

ক) নিদর্শন হোল পুরাতন নিয়মের কোন ব্যাক্তি বা জিনিষ, যা নূতন নিয়মের অন্য এক ব্যাক্তি বা জিনিষের ইংগিত করে।

খ) নিদর্শন এবং প্রতীক সব সময়ই এক।

গ) প্রতীক সাধারণতঃ অন্য কোন কিছুর ইংগিত করেনা, ঐটি কেবল কোন কিছুর বদলে ব্যবহাত হয়।

ঘ) যীশু খ্রীষ্ট, এবং তাঁর রক্তের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভের বিষয়টি শিক্ষা দেবার জন্য ঈশ্বর নিদর্শনগুলি ব্যবহার করেছেন।

৪। প্রতিটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) হিব্রু কবিতায় লাইনগুলি কতটুকু লম্বা হবে, সে বিষয়ে কোন ধরা বাঁধা কিছু নেই।

গ) হিব্রু কবিতাগুলি একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে লেখা।

ঘ) হিব্রু কবিরা তাদের কবিতায় বিশেষভাবে তাদের অনুভূতি ও ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১। ক) যীশুর শিষ্যদের (অথবা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের)

খ) কারণ তারা দেখেও দেখেনা, শুনেও শোনেনা এবং বোঝেনা।

১০। নিদর্শনটি যে জিনিষের ইংগিত করে তার সাথে এর মিল থাকে, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে ঐটি বাইবেলে দেখানো হয়, এবং ঐটি যে ব্যক্তি বা জিনিষের ইংগিত করে, তার সাথে ঐটির সব রকম মিল দেখানো যায়না।

২। ক-২) জাগতিক।

খ-৫) আত্মিক সত্য।

গ-১) সত্য।

ঘ-৪) কিছুটা মিল।

১১। ক) তাড়ী (খামি)।

খ) ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা (ভুল শিক্ষা)।

গ) যীশু।

৩। ক) যে লোকটির একশোটা ভেড়া আছে এখানে তাকে খ্রীষ্ট রূপে দেখানো হয়েছে।

খ) হারানো ভেরাটা খুজে পেয়ে লোকটি যে আনন্দ করেছিল, তা দিয়ে কোন একজন পাপী মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে যুক্ত হলে তার জন্য স্বর্গে যে আনন্দ হয় ; তাই দেখানো হয়েছে।

১২। ক) রক্ত।

খ) বিশ্বাসের বলে।

গ) উপাসনা তাম্বুর এবং উপাসনার কাজে ব্যবহার সব জিনিষের উপর রক্ত ছিটিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠান।

ঘ) যীশুর বলি উৎসর্গ ও তাঁর রক্ত। তিনি নিজেরই রক্ত নিয়ে মহা পবিত্র স্থানে ঢুকেছিলেন।

৪। যীশু খারাপ লোকদের সাথে মেলা মেশা করেন বলে ফরীশীরা এবং ধর্মশিক্ষকেরা বিরক্তি প্রকাশ করেছিল বলে।

১৩। ক) প্রভু যীশুর দেহ।

খ) প্রভু যীশুর রক্ত।

৫। ক) ইথিয়পিয়া দেশের একজন বড় রাজ কর্মচারী, তিনি নপুংসক (খোজা) ছিলেন।

খ) তিনি জানতে চেয়েছেন, যিশাইয় নবী (ভাববাদী) এখানে নিজের কথা, না অন্য কারো কথা বলেছেন।

গ) যীশুর বিষয়ে।

১৪। ক) রাখালহীন ভেড়া ঃ অসহায় লোকেরা

খ) রাখাল ঃ নেতা বা পরিচালক

গ) ফসল ঃ যে লোকদের জন্য খ্রীষ্টের সুখবর প্রয়োজন।

ঘ) কাজ করবার লোক ঃ সুখবর প্রচার করবার লোক।

ঙ) ফসলের মালিক ঃ ঈশ্বর

চ) ফসল কাটা (সংগ্রহ করা) ঃ লোকদের যীশুর কাছে নিয়ে আসবার কাজ (বা খ্রীষ্টে দীক্ষিত করবার কাজ)।

৬। খ) এর মধ্যে অন্য প্রকার ভাববাণীর চেয়ে বেশী আলংকারিক বা রূপক ভাষা থাকে।

গ) ভাববাদীরা প্রায়ই দর্শনের দ্বারা এই ভাববাণীগুলি লাভ করতেন। এইগুলি অন্যদের বুঝিয়ে বলা কঠিন ছিল।

ঙ) ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি কখন ঘটবে তা ঠিকমত বুঝা কঠিন।

১৫। ক-৩) সংযোগার্থক।

খ-১) বিপরীতার্থক।

গ-২) সমার্থক।

৭। খ্রীষ্টের আত্মা।

১৬। ক-৩) একই বিষয় আবার বলে।

খ-১) নূতন কিছু যোগ করে।

গ-২) তুলনা করে পার্থক্য দেখায়।

৮। ক) ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা।

খ) মোশি যীশুর চেয়ে কম গৌরব পাবার যোগ্য ছিলেন। মোশি ছিলেন ঈশ্বরের সেবাকারী, কিন্তু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র।

১৭। গ) একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে এগুলি লেখা।

৯। ক) নিদর্শন।

খ) প্রতীক।

গ) নিদর্শনগুলি।

দ্বিতীয় খণ্ড

বই হিসাবে অধ্যয়ন হবক্কক